যায়যায়দিন

তারিখ 17 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

নোংরা ছাত্র রাজনীতি ও ব্যাপক দলীয়করণ

যায়যায় রিপোর্ট

প্রতিষ্ঠার চার-পাঁচ বছরের মধ্যে উন্নত শিক্ষা ও সেশনজটমুক্ত পরিবেশের কারণে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)। কিন্তু পরের বছরগুলোয় নোংরা ছাত্র রাজনীতি ও প্রশাসনে দলীয়করণের ফলে ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে শীর্ষস্থানীয় এ বিশ্ববিদ্যালয়টির ঈর্ষণীয় সুনাম। খুন, ধর্ষণ, ক্যাম্পাস ও হল দখল করে আধিপত্য বিস্তার, অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল, শাকসু ও ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ লুটপাট, জামায়াত শিবিরের গৌলবন্দী কর্মকাণ্ড, শিক্ষকদের হুমকি, যুক্তবুদ্ধি ও সংস্কৃতি চর্চায় বাধা প্রদানসহ রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনগুলোর এসব আরো হাজারো অপকর্মে মুষ থুবড়ে পড়ছে শিক্ষা কার্যক্রম। তবে বর্তমান প্রশাসন বিগত প্রশাসনের মতো হবে না- এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, পুণ্যভূমি সিলেটের বুকে ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু হয় শাবিপ্রবির। একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছরে ক্যাম্পাসে খুন হয়েছে তিন ছাত্র, ধর্ষণের শিকার হয়ে এক ছাত্রী, শাকসু ও ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে লুটপাট করা হয়েছে কয়েক লাখ টাকা, হুমকি দেয়া হয়েছে বহু শিক্ষককে, দলীয় পরিচয় ও প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ পেয়েছেন প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা সংঘর্ষ ও

রাজনীতি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

রাজনীতি : নোংরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অপকর্মের ঘটনায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রায় ৪০ জনকে বিভিন্ন সময় বহিষ্কার করলেও অধিকাংশ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাপা পড়ে গেছে বলে অভিযোগ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি কলঙ্কিত হয়েছে গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে। ছাত্রদল শিবিরের একচ্ছত্র আধিপত্যে ক্যাম্পাস এক সময় পরিণত হয় ত্রাসের রাজত্বে। এ সময়ই ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলের জেরে প্রতিপক্ষের হাতে ২০০৫ সালের ১৩ জুলাই খুন হয় ছাত্রদল নেতা লিটন। ২০০৬ সালের ১৪ মে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ছাত্রদলের তৎকালীন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোশাররফ হোসেন শামীম।

সর্বশেষ ২০০৮ সালের মার্চে রহস্যজনক খুন হয় ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্র আমিনুল ইসলাম মিলন। বহুল আলোচিত এ তিন হত্যাকাণ্ডের কোনোটিরই সুষ্ঠু বিচার এখন পর্যন্ত হয়নি। লিটন হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ১৫ ছাত্রদল নেতাকর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করলেও আদালতের মামলা সত্ত্বেও তাদের কোনো বিচার হয়নি।

২০০৩ সালে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করা হয়। এ ঘটনায় দোষীসাব্যস্ত হওয়ায় ছাত্রদল নেতা সাদীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। সাদীকে বহিষ্কারের ঘটনায় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা উপাচার্য কার্যালয়ে হামলা চালায়। এরপর প্রায় দেড় মাস পর্যন্ত ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে। আরেক ছাত্রদল নেতা শাহুর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির অভিযোগ প্রমাণিত হলেও তাকে কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। ২০০৬ সালে শিবির ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে দেশের জনপ্রিয় লেখক এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালসহ আরো দুই শিক্ষকের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শিবির ক্যাডারদের বিচারের জোর দাবি জানালেও কোনো কাজে আসেনি। ছাত্রদল শিবির ক্যাডারদের বেপরোয়া হয়ে ওঠার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ জুগিয়েছেন তৎকালীন বিএনপি জামায়াত সমর্থিত উপাচার্য ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ ও কিছু প্রভাবশালী শিক্ষক। ছাত্র আন্দোলনের মুখে তিনি ২০০৬ সালের ১৪ মে পদত্যাগ করলেও ছাত্রদল শিবিরের সশস্ত্র প্রহরায় তিনি আবার ফিরে আসেন। পরে ২০০৭ সালে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে অপসারণ করা হয়। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ, ৭ নভেম্বরসহ নানা দিবস উদযাপনের নামে শাকসু তহবিল থেকে ছাত্রদল ছয় বছরে কয়েক লাখ টাকা লুটপাট করে ভাগ-বাটোয়ারা করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ শাকসুর সাবেক ভিপি ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কে এম আশরাফুল আজিম রুবন বলেন, ছাত্রদের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই ছাত্ররাজনীতি হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে ঠিক উল্টোটা। তিনি বলেন, প্রশাসনে দলীয়করণ ও মেধাশূন্যতা ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করেছে। নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে রাজনীতি পরিচ্ছন্ন হবে বলে তার মত।